দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

১০ ব্য ঢাকা, শুক্রবার, ১৪ ফাল্গুন ১৪১৬, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০ জ্য

বাজার অর্থনীতি : ব্যর্থতা ও প্রতিকার

ড. এম. আজিজুর রহমান

ড. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ষোড়শ সংস্করণ মতে-- সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা বিরোধী। সমাজতন্ত্রের সমস্ত সম্পত্তি থাকে রাষ্ট্রের মালিকানায়। বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদনকারীগণ মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয়। বাজার ব্যবস্থায় দেশের যাবতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের হাতে নিয়োজিত থাকে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সমুদয় সম্পদের মালিক থাকে। সকলে যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক লাভ করে। বাজার ব্যবস্থায় ভোক্তাদের স্বাধীনতা বজায় থাকে। পক্ষান্তরে, সমাজতন্ত্রে ক্রেতাগণ রাষ্ট্রীয় নির্দেশ মোতাবেক পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্রেতার পছন্দ-অপছন্দের কোন মূল্য দেয়া হয় না।

বাজার অর্থনীতিতে উদ্যোক্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বাজার অর্থনীতিতে শ্রমিক শোষণ অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকগণ তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক লাভ করে। উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ও ভোগ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সামন্ততন্ত্র, সাম্যবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য হলেও সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়। সাম্যবাদী অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে বিশ্বের কোথাও টেকসই হতে পারেনি, পারছে না এবং ভবিষ্যতে পারবে তারও কোন সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করে বলা কঠিন। চীন, রাশিয়া, পূর্ব জার্মানিসহ পুরো ইউরোপ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আওতায় কিছুদিনের জন্য অর্থাৎ (১৯২৮-১৯৬০) সাল পর্যন্ত বেশ সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমান্ডিং মার্কসবাদী অর্থনীতির দেশ রাশিয়া ও মাওবাদী রীতিনীতি ও কমিউনিস্ট দেশ চীনসহ বেশকিছু সাম্যবাদী দেশে বাজার অর্থনীতির অভাব, স্বাধীনতার অভাব, উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব, বিভিন্ন কারণে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বিশেষভাবে পশ্চাৎপদ হতে থাকে। মাথাপ্রতি আয় উন্নতি ও সুখভোগ নিম্নপর্যায়ের থাকার দরুন সামাজিক অসন্তোষ দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় কমান্ডিং অর্থনীতিতে একদিকে পুরোহিততন্ত্রের (Hierarchy or chain of command) অনেক আদেশ-নির্দেশ, আদেশক্রমে নির্দেশ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অগণিত নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকরা সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না। উৎসাহের অভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক স্বার্থপরতা ও কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার পরিবেশ থাকে না।

সাম্যবাদী সমাজ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে, দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর উৎপাদন, সরবরাহ ও সামগ্রীক চাহিদা ও ক্রয় ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। তারও বড় কারণ উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি ও উৎপাদনশীল বাজারভিত্তিক উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব এবং বাজারভিত্তিক দিক-নির্দেশনার অভাব ইত্যাদি। আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পদ্ধতি, আমদানি ও রফতানি ইত্যাদি সুবিধাদি থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো কমবেশি বঞ্চিত হয়। মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি সাশ্রয়ীমূল্যে বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ বিভিন্ন সুবিধাদি লাভের তেমন কোন সুযোগ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো নিতে পারে না। সবকিছু মিলে দেখা যায় উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতির দেশগুলো দ্রুত হারে উন্নতি করতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় অর্থনৈতিকভাবে এক ধরনের স্থবিরতা বিরাজ করে।

অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সামাজিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি মালিকানার অভাব, সব খাতেই সরকারি মালিকানা বা কোন খাতেই প্রকৃত মালিক বলতে তেমন কোন কিছু নেই ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি উদার ও উন্মুক্ত রীতি-নীতির কারণে উৎপাদন এবং সাশ্রয়ীমূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করে। ব্যক্তি মালিকানাধীনে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনকারী সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং সেবামূলক কার্যক্রমে চাহিদা মেটাতে মানুষ উৎসাহ পায়। সংক্ষেপে বাস্তবক্ষেত্রে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতির দেশগুলো এগিয়ে যায়। উন্মুক্ত অর্থনীতিতে কোন ব্যর্থতা নেই তা বলা কঠিন। উন্মুক্ত অর্থনীতিও দু'রকম। একটি নিয়ন্ত্রিত বা সুসংগঠিত বাজার অর্থনীতি। যেমন জাপান, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি Four Asian tiger। অন্যটি হচ্ছে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি। অনিয়ন্ত্রিত বা অপেক্ষাকৃত কম সংগঠিত বাজার অর্থনীতিতে সাময়িকভাবে হলেও বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যর্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে বাজার অর্থনীতির সাময়িক ব্যর্থতা, ব্যর্থতার যুক্তিসঙ্গত কারণসমূহ এবং বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা থেকে উত্তোরণ নিয়ে কিছু কথাবার্তা।

বাজার অর্থনীতির কারণগুলোর ভেতর প্রধানত তিনটি কারণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা যেমন একচেটিয়া বাজার, ডুয়োপলী, ওলিগোপলী বা মুষ্টিমেয় বাজার বা বিক্রেতা, ব্যক্তিবর্গ, কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম। দ্বিতীয়ত, Externality বা উপজাতক বা উপজাত দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি। Externality বা বাড়তি সুবিধা প্রদান মানবজীবনে কাম্য বা প্রত্যাশিত হতে পারে। আবার আংশিকভাবে ক্ষতিকারক হওয়ার দরুন নেতিবাচক Externality সামাজিকভাবে কাম্য নয় বা অপ্রত্যাশিত হতে পারে। তৃতীয়ত, বাজার অর্থনীতিতে কোন কোন সময় বাজারের সরবরাহ, চাহিদা, বাজার মূল্য, দ্রব্যাদির গুণগত মান-পরিমাণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অপূর্ণ তথ্য, এমনকি ভুল তথ্য যা ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করতে পারে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বাজার মূল্য কোন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের প্রান্তিক খরচের চেয়ে বেশি হয় বা বিক্রেতারা অস্বাভাবিকভাবে বেশি পরিমাণে মুনাফা অর্জন করে। এটা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের পরিপন্থী। কারণ অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বাজার মূল্য বেশি থাকে, ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতা আওতা বহির্ভূত হয়। প্রয়োজনের তুলনায় মানুষ কম ক্রয় করে। অনিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত বাজারে বাজারমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষ অতৃপ্ত হয় যা বাজার অর্থনীতির অবশ্যই একটি ব্যর্থতা।

অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের Externality বা উপজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও সরবরাহ সংগঠিত হয়। এসব উপজাত দ্রব্যাদি কোনটা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য আবার কোনটা ক্ষতিকারক। যেমন মৌচাকের বাগানে উৎপাদনকারী অবশ্যই লাভবান হবে যা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য। আবার মৌমাছির কামড়ে প্রতিবেশী আক্রান্ত রোগাক্রান্ত হবে যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতিতে শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কিন্তু বায়ু ও পানীয় দূষণকরণ (Air & Water Pollution) ক্ষতিকর। বাজার অর্থনীতি সাশ্রয়ীমূল্যে খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধপত্রের নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু নিরাপদ নয় বা অস্বাস্থ্যকর এমন ওষুধপত্র, খাদ্যদ্রব্যাদি মানব জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। আবার ইতিবাচক উপজাত দ্রব্যাদির কারণে মানুষ উপকৃতও হতে পারে যা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য। যেমন- শালবন, সুপারীবাগান, নারিকেল বাগান ইত্যাদি খেলার মাঠ সংশ্লিষ্ট পরিবেশে মানুষ Externality বা ইতিবাচক Externality বা উপজাত দ্রব্যাদি হিসেবে চিত্তবিনোদনের পরিবেশ পায়।

অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতিতে ইতিবাচক বা নেতিবাক দু'ধরনের উপজাত দ্রব্যাদি তৈরি হয়। পজিটিভ Externality সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং নেগেটিভ Externality সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অসম্পূর্ণ বা বিভ্রান্তকর তথ্য সরবরাহে ভোক্তা, সাধারণ মানুষ এবং এমনকি সরবরাহকারীও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূলধন ও পরিবর্তিত উপকরণের (Variable factor of production) ভেতরে উৎপাদনের সঠিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে দক্ষ উৎপাদন সম্ভব কিন্তু অসম্পূর্ণ তথ্যের দরুন উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই বলা হয় অসম্পূর্ণ বা বিভ্রান্তকর তথ্যের কারণে উৎপাদকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনে উৎপাদকরা ব্যর্থ হয়। আগেই বলা হয়েছে যদি বাজার মূল্য, দ্রব্যাদির গুণগত মান, সঠিক তথ্য ও জ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা না থাকে এবং সাধারণ মানুষ, উৎপাদক ও ভোক্তা অনুমানের ওপর ক্রয়-বিক্রয় করে পরিতৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি বা উন্মুক্ত বাজার বা উন্মুক্ত অর্থনীতিতে উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা ও ক্রয়-বিক্রয় এবং বাজার মূল্য সবকিছুর নির্ধারণ দক্ষতার সাথে করা সম্ভব হয় না। বাজার অর্থনীতির অদক্ষতার কারণে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দক্ষ বাজার অর্থনীতির অর্থ হল- কোন দ্রব্যাদির বাজার মূল্য ঐ দ্রব্যটি উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ এবং ঐ দ্রব্যটি থেকে অর্জিত প্রান্তিক উপযোগ বা সুখ-ভোগ হবে সমানে সমান। সংক্ষেপে প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক সুখভোগ সমান হবে, যদি আমরা সুনিয়নন্ত্রিত উন্মুক্ত অর্থনীতি, উন্মুক্ত বাজার এবং উন্মুক্ত পরিবেশের সুবিধা পাই। সত্যিকার অর্থে আমরা চাই দক্ষ অর্থনৈতিক পরিবেশ ও কর্মকাণ্ড। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দক্ষতা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অর্জন করা খুবই কঠিন। দক্ষতা অর্জন সাপেক্ষে বাজার অর্থনীতির তুলনা হয় না। সব সময় বাজার অর্থনীতি ফলপ্রসূ হবে এমন নিশ্চয়তাও নেই। সুনিশ্চিত সফলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অর্জনে কোন যুক্তিতর্ক ছাড়া যা দরকার তা হল সুনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি (Managed capitalism)। নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও দক্ষ পরিবেশ বিরাজ করে। কোন দ্রব্যাদি বা সেবাসামগ্রী উৎপাদন সাপেক্ষে সামাজিকভাবে অর্জিত প্রান্তিক উপযোগ বা সুখ-ভোগ কোন সময়ই সামাজিকভাবে অর্পিত প্রান্তিক খরচাদির চেয়ে কম হবে না বরং প্রত্যাশিতভাবে সমান হবে।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে উন্মুক্ত বাজার ও উন্মুক্ত অর্থনীতি খুবই ফলপ্রসূ। তবে নিম্নোক্ত শর্তগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ যেমন বাজার অর্থনীতি হতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত (Managed capitalism or open market open ecnomy under an adult supervision or well controlled)। দ্বিতীয়তঃ নেতিবাচক externality বা উপজাত দ্রব্যাদি সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। Tax আরোপসহ ক্ষতিপূরণের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সর্বশেষ বাজার অর্থনীতি, দ্রব্যাদির গুণগত মান, ওজন এবং উৎপাদনের উপকরণ, উপকরণগুলোর সঠিক সংমিশ্রণ ইত্যাদি পরিপূর্ণ তথ্যাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিয়ন্ত্রিত বাজার সাপেক্ষে একচেটিয়া সুবিধাদি ও মুনাফাখোর বিলুপ্তি ইত্যাদি ক্ষতিকর এবং নিরসনে কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যাতে করে আমাদের বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতাসম্পন্ন হয়। মানব জীবনকে ভুল পথে পরিচালিত করবে এমন কোন বিজ্ঞাপন বা ভুল তথ্যাদি দেয়া চলবে না। উৎপাদক ও ভোক্তাদের ভাগ্যও সুনিশ্চিত জীবনমান অর্জনে সঠিক তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থার সুবিধা থাকতে হবে। যেমন- সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। বায়ু, পানীয় দূষীকরণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষতিকারক কারখানা থেকে সামাজিকভাবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মালিকদের ওপর ট্যাক্স আরোপ করতে হবে। দূষণবিরোধী এলাকাভিত্তিক (Zonal regulation), কারখানাভিত্তিক আইন-কানুন প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

উন্মুক্ত বাজারের সাময়িক ব্যর্থতা ও উত্তোরণ সাপেক্ষে আমরা বিভিন্ন ধরনের আইন-কানুন ও রীতিনীতির কথা ভাবতে পারি, তবে সবকিছু হতে হবে গ্রহণযোগ্য ও সীমারেখার ভেতরে। "যত বেশি রীতিনীতি তত বেশি দুর্নীতি, ততবেশি অদক্ষতা" ইত্যাদি যেন না হয়। সর্বশেষ মনে রাখতে হবে আমাদের উদ্দেশ্য উন্মুক্ত বাজারের ব্যর্থতা ও প্রতিকার দক্ষতা অর্জন এবং সুখীসমৃদ্ধ সমাজ গঠন।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি